মেহেরপুরে জেলার সেরা গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় এবারের গড় পাসের হার ৪১%। যা বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তর সংখ্যাও। মেহেরপুরের দুটি সরকারি কলেজ ও পৌর কলেজের ফলাফলও তুলনামূলক খারাপ হয়েছে।

এইচএসসি (জেনারেল) শাখায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বছর মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩১৮ জন। পাসের হার ৫৮%। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মোট ৭৩১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৬৪ জন। পাসের হার ৬১.২%। মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান নাম মেহেরপুর পৌর কলেজ) এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩৯৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ১৮১ জন। গড় পাসের হার ৪৬%। যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭১ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৯ জন। পাসের হার ১৩%। এ আরবি কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭২ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%।

গাংনী উপজেলায় সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০৩ জন, পাস করেছে ৯৭ জন, গড় পাসের হার ৯৪%, যা মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ গড় পাসের হার। গাংনী সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩১৫ জন, পাস করেছে ১৯৪ জন, গড় পাসের হার ৪৭%। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫৯ জন, পাস করেছে ১২৬ জন, গড় পাসের হার ৪৯%। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭২ জন, পাস করেছে ৫৯ জন, গড় পাসের হার ৫২%। মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন, পাস করেছে ১ জন, গড় পাসের হার ৩৩%। বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০২ জন, পাস করেছে ৪১ জন, গড় পাসের হার ৪০%। বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০৮ জন, পাস

করেছে ৫০ জন, গড় পাসের হার ২৪%। করমদি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯৪ জন, পাস করেছে ৪৬ জন, গড় পাসের হার ৩১%। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৪৯ জন, পাস করেছে ৭২ জন, গড় পাসের হার ৪৮%। কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৬ জন, পাস করেছে ১০ জন, গড় পাসের হার ৬২%। বিএন কলেজ থেকে ১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩২২ জন, পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৭ জন, পাসের হার ৩৭%।

এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় গড় পাসের হারে গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষস্থান দখল করেছে।

এইচএসসি বিএম শাখায় মেহেরপুর সদরে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৮ জন, পাস করেছে ২৭ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। মেহেরপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৯ জন, গড় পাসের হার ৮৬%। গাংনী উপজেলায় গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৩ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৮১ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৩০%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭ জন, পাস করেছে ৬ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। তেরাইল ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৩ জন, পাস করেছে ৩০ জন, পাসের হার ৪৮%। গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৪১ জন, পাস করেছে ৯ জন, গড় পাসের হার ২২%। ধানখোলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৬ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৩১%। মুজিবনগর উপজেলায় আন-নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬০ জন, পাস করেছে ৩৫ জন, গড় পাসের হার ৫৮%।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০ জন, পাস করেছে ১৭ জন, গড় পাসের হার ৮৫%। মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল

মাদ্রাসা থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩৪ জন, গড় পাসের হার ৮৩%। মানিকনগর ডিএস মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২১ জন, পাস করেছে ১৫ জন, গড় পাসের হার ৭১%। মানিকদিয়া এগারপাড়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৮ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৯%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৪%। গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৯৬%।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭৮ জন, পাস করেছে ৭৮ জন, গড় পাসের হার ৫৯% এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৫০%।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত

মুজিবনগরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও হাত ধোয়ার প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়েছে।

“হাত ধোয়ার নায়ক হোন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। এরপর উপজেলা পরিষদে স্থাপিত ওয়াশ বেসিনে হাত ধোয়ার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে ডা. মেহেদী হাসান স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি শেখান।

পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানসহ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী, স্কুলের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

মুজিবনগরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন তিনি। বৈঠকে প্রায় ৩৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন প্রায় ১৫ জন রোগীর সাথে মতবিনিময় করেন এবং বলেন, এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারো কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করতে হবে।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের যক্ষ্মা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ৯

মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বাল্যবিবাহ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশের যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি কমিউনিটি পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণ, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, চিকিৎসা ফলোআপ এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্র্যাকের রিডিং প্লাস কর্মসূচি ও মুজিবনগর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি ও সফলতা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ব্র্যাকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, ব্র্যাক মেহেরপুর

জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, মেহেরপুর অঞ্চল আরএম (এমএফ-দাবি), নাজমুল হুসাইন, মুজিবনগর এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মোঃ জসিমউদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মোঃ সেলিম, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের ডিএম অচিন্ত কুমার বোস, রিডিং গ্লাস কর্মসূচির এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের উপজেলা ম্যানেজার বিচিত্র, শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ শাখা ব্যবস্থাপক (বিসিইউপি) আল-আমিন প্রমুখ।

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

“সমন্বিত উদ্যোগ প্রতিরোধ করি দুর্যোগ”এই প্রতিপাদ্যে র্যালি, আলোচনা সভা, ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়ার মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৫।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন এর আয়োজনে, এবং মুজিবনগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর বাস্তবায়নে, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় উপজেলার গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর, সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর স্টেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সেলিম রেজা, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা স্কুলের ছাত্রীদের মাঝে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচার উপায় এবং দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা সবার শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালী শেষে ছাত্রীদের হাতে-কলমে অগ্নিকাণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমরা কি করব সেই সম্পর্কিত মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালনায় ভূমিকম্প এবং অগ্নি নির্বাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে দারিয়াপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একজন ছাত্রীকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স এবং দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. আওলিয়া খাতুন।

ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মুজিবনগরে স্কুল পর্যায়ে ৮৮টি টিকা কেন্দ্রে ১৬,২৭৮ জন ছাত্রছাত্রী টিকা গ্রহণ করবে। কমিউনিটি টিকাদান কেন্দ্র ৯৬টি, মোট টিকা গ্রহণকারী সংখ্যা ২৫,৩৪৫ জন, মোট টিকা কেন্দ্র, ১৮৪টি, মোট টিকা গ্রহণকারী শিশু সংখ্যা ৪১,৬২৩ জন।

মেহেরপুর জেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ২৯৭ জন শিশুর টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮০,১৪৫ জন, গাংনী উপজেলা ৪৭,৯৪৩ জন, মুজিবনগর উপজেলা ২৬,৯৩৮ জন ও মেহেরপুর পৌরসভায় ১৩,২৭১ জন।

তবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে মোট ৭১,১৬৯ জনের। এর মধ্যে সদর উপজেলা ২৭,৭২৫ জন, গাংনী উপজেলা ২৮,৭৪৫ জন, মুজিবনগর উপজেলা ৮,৯৭৫ জন।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বারের ঘুষিতে জখম আরেক ইউপি মেম্বার

মেহেরপুরের মুজিবনগর ◌ুউপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে সদস্যদের নিয়ে মিটিং চলাকালে পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বার) ওমর ফারুকের ঘুষিতে ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বার) আব্দুর রকিব রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

মেম্বার ওমর ফারুকের আঘাতে আব্দুর রকিবের নাকের হাড় ভেঙে যায় এবং কিছুদিন আগে বাম চোখে লাগানোর লেন্স ভেঙে বাম চোখ রক্তাক্ত যখন হয়।

রবিবার বেলা ১২ টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের রুমে মিটিং চলা কালিন এ ঘটনা ঘটে।

রক্তাত্ব অবস্থায় আব্দুর রকিব কে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় সহকর্মী সহ তার আত্মীয়-স্বজনরা। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে রেফার করেন।

উপস্থিত অন্যান্য ইউপি সদস্যরা জানান, আকস্মিক ঘুষি দিয়েই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মেম্বর ওমর ফারুক।

জানা গেছে, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যরা (ওয়ার্ড মেম্বর) পরিষদের বরাদ্দকৃত টিআর, কাবিখা বন্টন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় ০৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার রিপন হোসেনের সাথে বন্টন নিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎ ভাগ বন্টন নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন বলে অযাচিত ভাবে সবার সামনে ০৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার ওমর আলী অতর্কিত আঘাত করে। এতে আব্দুর রকিব মেম্বরের নাক ফেটে রক্ত বের হতে তাকে। দ্রুত তাকে নেওয়া হয় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লক্সে। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। চোখ ও নাকে আঘাত গুরুতর হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাকে রেফার করে।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য আব্দুর রকিবের সাথে কথা বলে জানা গেছে ওমর মেম্বারের এর সাথে কোনরূপ কোন তর্ক বা বিতর্ক হয়নি হঠাৎ এসে এই

আক্রমণ করেছে তার ওপর। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ও প্যান্টের পকেটে থাকা প্রায় ৮ হাজার টাকা কেড়ে নেয়।
বিরোধের বিষয়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন জানান, সবার সামনেই ঘটনাটি ঘটেছে যা খুবই দুঃখজনক। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন সরকারি মিটিং চলাকালীন সময়ে এই ঘটনায় ওমর মেম্বার এর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) জাকির হোসেন জানান, ঘটনাটি শোনার পরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে। এ বিষয়ে থানায় কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যাবস্হা গ্রহন করা হবে।

মোনাখালীতে আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪টায় গণসংযোগ এর উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামে পৌঁছালে মোনাখালী গ্রামের নওদাপাড়ার বিএনপি নেতা কর্মীরা তাকে স্বাগত জানান।

তিনি মোনাখালি ইউনিয়নের মোনাখালী নওদাপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। এ সময় সাধারণ জনগনের মাঝে তারেক জিয়ার ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রদানে জনগনকে উৎসাহিত করেন তিনি। এসময় মোনাখালী ইউনিয়নের গ্রামগুলো বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সমর্থকরা

রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অঙ্গীকার করেন।

গণসংযোগকালে পথসভায় বিএনপি’র নেতা কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি দেশ পেয়েছি। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের সফলতা নিয়ে আসব। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের প্রতীক দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠাবেন আমরা তার হয়ে একযোগে ধানের শীষের পক্ষে ভোট করে তার বিজয় সুনিশ্চিত করব।

গণসংযোগকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী,মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মীবৃন্দ সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের মোনাখালিতে ইউনিয়ন বিএনপি’র আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন

মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার সময় মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে শিবপুর গলাকাটা মোড়ে মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র আঞ্চলিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপি নেতা মিয়ারুল গাজীর সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর কোর্টের এপিপি এ্যাড: সেলিম গাজীর সঞ্চালনায় অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।
অফিস উদ্বোধন ও সমাবেশে উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী,

মুজিবনগর উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টু (মেম্বার) মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহ্বায়ক শাহিনুর রহমান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আসাদুল শেখ। মোনাখালী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রাহুলসহ শিবপুর গ্রামের বিএনপি নেতাকর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় ক্লাব সভাকক্ষে প্রেসক্লাবের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রেসক্লাব কেন্দ্রিক গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সদস্যদের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা হয়।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স এর সভাপতিত্বে মাসিক সাধারণ সভায় প্রেন্সক্লাবের সাধারণ সম্পাদক

হাসান মোস্তাফিজুর রহমান এর উপস্থাপনায় সভায় উপস্হিত ছিলেন, ক্লাবের সহসভাপতি খাইরুল বাসার, সাংগঠনিক সম্পাদক সানোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ শফিউদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক শাকিল রেজা, সদস্য রেজাউল করিম ও জাহিদ হাসান।